মেহেরপুরে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর সদর উপজেলায় গ্রাম আদালত বিষয়ক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মোজবাহ উদ্দীন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অ.দা.) নাসিমা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান এবং গ্রাম আদালত প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর জেলা ম্যানেজার আসাদুজ্জামান।

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন গ্রাম আদালত প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবির।

প্রশিক্ষণে ০১ নম্বর কুতুবপুর ও ০৬ নম্বর শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে গ্রাম আদালতের গঠন, এখতিয়ার (ধারা ৬), ক্ষমতা (ধারা ৭), ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচারযোগ্যতা (ধারা ৩), আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারি, শুনানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়াও ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ধারণা প্রদান করা হয়।

আয়োজকদের আশা, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও সচেতন ও দক্ষ হয়ে উঠবেন।

মেহেরপুরে ফ্রেণ্ডস ওয়াটারের জরিমানা, পড়শী বন্ধ

মেহেরপুরে দুটি পানির কারখানায় অভিযান চালিয়ে ফ্রেণ্ডস ওয়াটারের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা এবং পড়শীকে সাময়িকভাবে বন্ধের ঘোষনা দিয়েছে ভোক্তা অধিকার।

মঙ্গলবার (২০ মে) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে শহরের হোটেল বাজার এলাকার ফ্রেন্ডস ওয়াটার কারখানায় বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়ায় কারখানার স্বত্বাধিকারী রিয়াজ মাহমুদকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে, পড়শী ওয়াটার কারখানার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় সেটিকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সহকারী পরিচালক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়,এই দুটি কারখানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পানি উৎপাদন করে বাজারজাত করছে। এরপরই জেলা পর্যায়ে একটি টিম গঠন করে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, কৃষি বিবরণ কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

জমে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাট

আসন্ন কোরবানিকে সামনে রেখে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় শুরু হয়েছে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাটটি মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

এই পশুহাটে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা গরুর দড়ি ধরে আছেন ক্রেতার আশায়, আবার ক্রেতারাও কোরবানির জন্য খুঁজছেন নিজেদের পছন্দমতো গরু, ছাগল ও ভেড়া। জেলার চাহিদা পূরণ করে কোরবানির পশু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চলে যায়। এই সময় পশু বিক্রির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন খামারি ও নিজ বাড়িতে পশু পালনকারীরা।

কৃষকের বাড়িতে একটি-দুটি করে লালন-পালন হলেও খামারে রয়েছে অনেক গরু, ছাগল ও ভেড়া। অনেক কৃষক শখের বসে পারিবারিকভাবে মহিষ পালন করেন।

গাংনীতে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারেও ছাগল ও ভেড়া বেশি পালিত হচ্ছে। বসতবাড়িতে দু- একটি গরু পালন করা এখন অনেক পরিবারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর গরু পালনের পর এখন এসেছে বিক্রির সময়। গরু বিক্রির টাকায় মিটবে পরিবারের আর্থিক চাহিদা। বাড়তি অর্থ দিয়ে আবারও গরু কেনা হবে। এভাবেই চলে গরু পালনকারী পরিবারগুলোর চক্র।

গরু খামারি উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের শাজাহান আলী বলেন, “শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি খামার করে, তাহলে বেকারত্ব দূর হওয়ার পাশাপাশি তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। সন্তানের মতো পরম আদর-যত্ন ও মমতায় গরুকে লালন-পালন করা হয়। খামারের গরুকে বিচালি, ঘাস, ভুট্টা, খৈলসহ প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ানো হয়। কোনো প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। নিজেরাই খৈল উৎপাদন করি, সেই খৈল খাওয়ানো হয়। খৈল থেকে প্রাপ্ত তেল দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গরু বিক্রি হয়েছে, ঈদের আগেই বাকিগুলো বিক্রির আশা করছি। চাহিদা আর ভালো দাম পেলে লাভবান হবো বলে আশা করছি।”

খামারি বালিয়াঘাট গ্রামের মোশাররফ হোসেন বলেন, “সরকার যদি খামারিদের বিনা সুদে ঋণ দেয়, তাহলে বেকার যুবকরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। আমার খামারে সারা বছর গরু লালন-পালন করা হয়। এবারও বেশ কিছু গরু আছে, যেগুলোর দেখভাল করে পুরো পরিবার। আমরা ন্যায্য মূল্যে লাভের আশা করছি।”

খামারি তেরাইল গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, “পারিবারিক খামারে গরু পালন করেছি। কোরবানির জন্য পশুগুলো বিক্রি করে দেব। এখন খুব ব্যস্ত সময় পার করছি কোরবানির পশু নিয়ে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সহযোগিতা করছে পশু পালনে। গো-খাদ্যের দাম বেশি এবং

তীব্র গরমে পশু পালন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।”

বামন্দী পশুহাটে গরু কিনতে আসা জিয়া হোসেন বলেন, “দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। ছুটিতে বাড়ি এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করব বলে। হাটে এসে দেখি গরু ও ছাগলের দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনব। আজ হাটে পছন্দ না হলে আগামী হাটে আসব।”
আরেক ক্রেতা বলেন, “কোরবানির জন্য গরু কিনতে এসেছি। পছন্দ হয়েছে, তবে দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনেছি। অনেকে এখনও পশু কেনার আগে দেখাদেখি করছে।”

ছাগল ব্যবসায়ী লালচাঁদ বলেন, “বামন্দী বাজারে বড় ছাগলের খুব চাহিদা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাগল কিনে আনছি। গ্রামের লোকজন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছাগল পালন করে এবং কোরবানির সময় সামনে রেখে বিক্রি করে দেয়। এবার ছাগলের দাম অনেক বেশি।”

গরু ব্যবসায়ী জোরপুকুর গ্রামের জামরুল বলেন, “এবার গরুর বাজারদর ভালো রয়েছে। হাটে পর্যাপ্ত গরু উঠেছে এবং গরুর চাহিদাও অনেক। আশেপাশে বামন্দীর মতো বড় হাট আর নেই। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন এই হাটে।”

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বলেন, “বামন্দী পশুহাট মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি হাট। প্রায় দুই শত বছরের পুরনো এই হাট জেলার গর্ব। সপ্তাহে দু’দিন, সোমবার ও শুক্রবার, হাট বসে। কেউ যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য আমরা সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে প্রশাসনও তৎপর রয়েছে। কোরবানিকে সামনে রেখে সব ধরনের পশুর বেচাকেনা শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় কোরবানিযোগ্য পশু রয়েছে ১,৪০,৮৩৮টি। এর মধ্যে গরু ৪১,৫৭৮টি, ছাগল ৯৬,৮৪৫টি, মহিষ ৩৮৫টি এবং ভেড়া ২,০৩০টি। উপজেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪২ হাজার পশুর।
গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, “গাংনী উপজেলায় যে কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত রয়েছে, তা উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পশুর যোগান রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সবচেয়ে বড় পশুহাট

হচ্ছে বামন্দী। সপ্তাহে দুই দিন, শুক্রবার ও সোমবার, এই হাট বসে। হাটে কোনো পশু অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল টিম সেখানে মোতায়েন রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বামন্দী পশুহাটে পর্যাপ্ত পুলিশ, প্রশাসনের নজরদারি, জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিনসহ সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জেলা ডিবি পুলিশের একটি অভিযানিক দল গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে । এরই অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলার চোখতোলা থেকে ধর্মচাকী যাওয়ার রাস্তার শ্মশানঘাটের সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে মো. দবির আলী (৪৩) নামের এক ব্যক্তিকে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত দবির আলী গাংনী উপজেলার খাসমহল এলাকার ৬নং ওয়ার্ড (পশ্চিমপাড়া)-এর বাসিন্দা মো. নূর হোসেনের ছেলে ।

পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি জেলার অন্যান্য স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান চলমান রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করা হবে।

কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কে বালি বোঝাই ট্রাক খাদে

কুষ্টিয়া-মেহেরপুর হাইওয়ের মেহেরপুর পুলিশ লাইন ও পল্লী বিদ্যুৎ সংলগ্ন স্থানে একটি বালি বোঝাই ট্রাক সড়কচ্যুত হয়ে খাঁদে পড়ে গেছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আজ সোমবার ভোর আনুমানিক ৪টার সময়।

চালকের বরাতে জানা গেছে, কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুরগামী ট্রাকটি চলার পথে একটি চাকার পার্টস খুলে যায়। এর ফলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত হননি। এছাড়াও ট্রাকের বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি বলে জানা গেছে। বর্তমানে ট্রাকটি উদ্ধারের কাজ চলমান রয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

আধাঘন্টার কালবৈশাখী তাণ্ডবে তছনছ মেহেরপুরের আম-লিচু, উঠতি ফসলি জমি ও গাছপালা। রাত থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল পুরো জেলা। ঝরে পড়েছে আম-লিচু, কাঁঠাল। মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে কলা ও ধানক্ষেত। এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা চাষিদের।

শনিবার (১৭ মে) সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে চলে ঝড়ের তাণ্ডব। আধাঘণ্টা পর ঝড়ের গতি কিছুটা কমলেও এর প্রভাব ছিল রাত ৯টা পর্যন্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের একটি দুই বিঘার কলাক্ষেত ঝড়ে মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে। আর কয়েকদিন পরই কৃষক ফসল ঘরে তুলতেন। দুই বিঘা জমিতে তার খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি ফসল ধান ও পেঁপের ক্ষতি হয়েছে। ১৫ মে থেকে আম-লিচু সংগ্রহ শুরু করেছেন বাগানিরা। গতকালের ঝড়ে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ আম-লিচু ঝরে পড়েছে বলে দাবি তাঁদের। এতে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হবে তাঁদের।

এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মেহেরপুর শহরসহ পুরো জেলা। সকাল থেকে শহর এবং পর্যায়ক্রমে পল্লি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। জেলার কয়েক জায়গায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে সড়কের উপর। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মাঠপর্যায়ে জরিপ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ ঝড়ে কৃষকদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। আজ বিকাল অথবা কালকের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

এবারের কোরবানির চমক মেহেরপুরের ‘কালামানিক’

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে বিশাল আকৃতির একটি গরু প্রস্তুত করা হয়েছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে। নজরকাড়া ফ্রিজিয়ান জাতের গরুটির ওজন ২১/২২ মণ। দুই বছর ধরে গরুটিকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করেছেন ওই গ্রামের পূর্বপাড়ার শাহারুল ইসলাম। দেখতে কুচকুচে কালো এবং বড় হওয়ায় গরুটির নাম রেখেছেন ‘কালামানিক’।

দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা কালামানিকের ঘরে চলে ফ্যান। গোসল করানো হয় দিনে দুই-তিন বার। কালামানিকের নিয়মিত খাবারে মধ্যে রয়েছে খৈল, কাঁচা ঘাস, বিচালি, ভুট্টার ময়দা, চালের কুড়া। পরম যত্নে পালিত কালামানিক জেলার সবচেয়ে বড় গরু বলে দাবি শাহারুল ইসলামের। ১৮ লাখ

টাকা দাম উঠলেও তিনি গরুটির দাম হাঁকছেন ২৫ লাখ টাকা।

শাহারুল ইসলাম বলেন, জেলার মধ্যে বড় গরু কালামানিক। দুই বছর ধরে গরুটিকে পালন করছি। কেমিক্যাল জাতীয় খাবার না খাইয়ে আমি ভুসি, গমের ছাল, কাঁচা ঘাস, বিচালি খাওয়াই। খাবারের দাম অনেক বেশি। তাই কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে গরুটি বিক্রি করে একটু লাভের আশা করছি। এতো বড় গরু একা পালন করা সম্ভব হয় না । তাই স্ত্রী ও ছেলে সব সময় আমাকে সহযোগিতা করে। প্রাণিসম্পদ অফিসও আমাকে সহায়তা ও বিভিন্ন পরামর্শ দেয়।

এদিকে কালামানিককে খাওয়ানো, গোসল করা থেকে শুরু করে পরম আদর যত্ন করেন শাহারুলের ছেলে সামিউল। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে মধুর সম্পর্ক।

সামিউল বলে, বাইরের কেউ গরুর কাছে গেলে রেগে যায়। তবে আমি গেলে শান্ত হয়ে যায়।
নিজের সন্তানের মতো যত্নে বড় করা কালামানিককে আসন্ন কোরবানিতে ২৫ লাখ টাকায় বিক্রি করতে চান শাহারুলের স্ত্রী বিলকিস খাতুন। তিনি বলেন, স্বামী বাইরে কাজে গেলে আমি কালামানিককে দেখাশোনা করি।

শাহারুলের ভাই জিনারুল বলেন, বড় ভাই দুই বছর ধরে যত্ন করে গরুটিকে বড় করেছেন। ঈদকে কেন্দ্র করে অনেকেই গরুটিকে দেখত আসছে। অনেকে আশানুরুপ দাম বলেছে। আমিও এমন একটি গরু এবার পালন করতে চাই।

প্রতিবেশী দুলাল মিয়া বলেন, কোনো ধরনের ক্ষতিকারক বা হরমোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার না করে দেশীয় খাবার বিচালি, চালের কুড়া, খৈল, কাঁচা ঘাস খাইয়ে শাহারুল গরু লালন-পালন করেছেন। কোরবানি ঈদে দাম ভালো পেলে এলাকার অনেকেই কালামানিকের মতো এমন গরু পালন করতে চান।

মেহেরপুর প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ডা. সুব্রত কুমার ব্যানার্জী বলেন, কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে শাহারুল যে গরুটি লালন-পালন করেছেন তা জেলার মধ্যে অন্যতম একটি বড় গরু। বাণিজ্যিক ও প্রান্তিক খামারিদের সার্বিক পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগিতা করা হচ্ছে।

জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এ বছর জেলায় ২৬ হাজার ৪৭টি

খামারে মোট ১ লাখ ৭১ হাজার ৭৫৩টি কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ হাজার ২৯৭টি গরু, ১ লাখ ১৫ হাজার ছাগল, ২ হাজার ৬৯৪টি ভেড়া এবং ৭৬২টি মহিষ রয়েছে।

বিভাগীয় যৌথ সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপি’র পোস্টার বিতরণ

তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ’ সফল করতে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে পোস্টার বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। শুক্রবার (১৬ মে) সকাল ১১টায় জেলা পরিষদ চত্বর থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শহরের বড়বাজার, কোর্ট মোড়, মাদ্রাসাপাড়া, বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সাধারণ মানুষের মাঝে পোস্টার বিতরণ করা হয়।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বর্তমান সরকারের দুঃশাসন ও ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে তারুণ্যকে সংগঠিত করতেই এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, তারেক রহমানের নেতৃত্বেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি’র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু জনগণের সমর্থন নিয়েই বিএনপি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। খুলনা-বরিশাল বিভাগীয় যৌথ সমাবেশ হবে তারই একটি শক্তিশালী বার্তা।”

পোস্টার বিতরণ কর্মসূচিতে বিএনপি’র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন।

বিএনপি নেতারা জানান, আসন্ন বিভাগীয় সমাবেশে মেহেরপুর জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করবে। তারই অংশ হিসেবে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

মেহেরপুরে সেনা অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামে সেনা অভিযানে একটি ভারতীয় ওয়ান শুটারগান, ৫২ রাউন্ড গুলি ও ১২ রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৫ মে) দিবাগত রাত ১টার দিকে মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টহল দল এ অভিযান চালায়।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে—রাধাকান্তপুর গ্রামের কবরস্থানে একটি ডাকাতদল নাশকতা ও ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর পাওয়ার পর মেজর ফজলে রাব্বির নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা দ্রুত সেখানে পৌঁছায়।

সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ১টি ভারতীয় ওয়ান শুটার পিস্তল, ৩৩ রাউন্ড ০.২২ মিমি গুলি, ৭ রাউন্ড ১২ গেজ গুলি এবং ১৮টি ব্যবহৃত ১২ গেজ গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া: সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান

মেহেরপুরে বিদ্যুতের বিল বকেয়ার কারনে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান চালাচ্ছে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো)।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে বিল বকেয়া থাকার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাসরিন সুলতানা ও আবীর আনসারী।

মেহেরপুর ওজোপাডিকোর নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম বলেন, ওজোপাডিকোর আওতায় যেসকল গ্রাহক বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে না, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করে এবং বাড়ির লাইন দিয়ে বাণিজ্যিক লাইন চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে তাদেরকে বিল পরিশোধের বারবার অবগত করা হয়েছে। বিষয়টি তারা গুরুত্ব সহকারে না নেওয়ায় আজকে এই অভিযান। এই অভিযান আগামী মাস পর্যন্ত চলমান থাকবে।

এসময় সহকারি প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।